শিল্পদূষণ, সুপ্রীম কোর্টের রায় ও শ্রমিক

বন্ধু,

মনে করুন আপনি একটি সুতাকলের শ্রমিক। সারাদিন বদ্ধ ঘরে তুলোর রোঁয়া আর গুঁড়োর মধ্যে কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। ইদানিংকালে আপনি কাশি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন প্রায়শই। হয়ত টি বি রোগের চিকিৎসা চলছে—কিন্তু সারছে না। কারখানার লাগোয়া একটি বস্তিতে আপনি থাকেন, আপনার পরিবারের প্রায় সবাই কমবেশী শ্বাসকষ্টের শিকার, কারণ সেখানেও বাতাসে উড়ছে তুলোর আঁশ।

অথবা ধরা যাক আপনি কাজ করেন একটি কেমিক্যাল কারখানায়। নানান রাসায়নিক নিয়ে কাজ করতে করতে আপনার গায়ে-হাতের চামড়ায় ক্ষত, অ্যাসিডের বা অন্য গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখ-গলা জ্বালা করে প্রায় সর্বক্ষণ। এছাড়া ক্ষতিকর কিছু পদার্থ থেকে শারীরিক জটিল উপসর্গ তো আছেই। এই কারখানার নিকাশী নালাটা গিয়ে পড়েছে আপনার ঘরের ঠিক পেছনটাতেই, যেখানে খেলা করে আপনার নিজের ও প্রতিবেশীদের বাচ্চাগুলো। কারণে-অকারণে নালায় নেমে যায় তারা, আর এইভাবে খেলার ঝোঁকেই শিকার হয় মারাত্মক সব রাসায়নিকের।

কারখানার ভেতরে ও বাইরে দূষণের জন্য দায়ী কারখানার যে মালিক, শ্রমিক বা তার পরিবার, বা সাধারণ নাগরিক—কারো স্বাস্থ্যের প্রতিই তার কোনো দায় নেই। আর তাই, বছরে লাখ বা কোটি টাকা সে খরচ করছে উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য—অথচ উৎপাদন বজায় রাখছে যারা, সেই শ্রমিকের প্রতি তার কোনোই দায়বদ্ধতা নেই। তাই কারখানায় দূষণ কমানোর যন্ত্রপাতি বসানোর খরচটা তার কাছে ফালতু খরচই!

ইদানিংকালে আইনজীবী এম সি মেহতা-র দায়ের করা গঙ্গা দূষণ মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে দূষণের দায়ে—অবশ্য তার আগে কারখানার মালিক বা কর্তৃপক্ষকে দূষণ কমানোর ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট সময় দিয়েই। কিন্তু কারখানা বন্ধের ফলে দূষণ কতটা বন্ধ হচ্ছে তার থেকেও বড় কথা, এতে টান পড়ছে শ্রমিকের পেটে। তাই শ্রমিক ও তার সহযোগী বন্ধুরা আজ সুপ্রীম কোর্টের এই অসম্পূর্ণ রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

আমরা চাইছি, কারখানা খোলা থাক—কিন্তু দূষণ নিয়ে নয়। কারখানা মালিককে বাধ্য করা হোক দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি বসাতে, অথবা বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে যাতে দূষণ বন্ধ হয়। আমরা মনে করি মজুরী-বাসস্থানের পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াটাও একান্ত জরুরী। কারণ

সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। রাজ্যের হাজার হাজার কলকারখানার শ্রমিক আজ বিভিন্ন পেশাগত রোগের শিকার। তাদের বেশীর ভাগই ই এস আই স্কীমের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রায় কোনো চিকিৎসাই কেউ পান না। কারণ শুধু এ রাজ্যে কেন, গোটা পূর্বাঞ্চলেই ই এস আই-এর কোনো পেশাগত রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার কেন্দ্র নেই। তাই দূষণ বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকাকে আমরা সঠিক দিকে একটি পদক্ষেপ বলেই মনে করছি; তবে কারখানা বন্ধ না করে মালিক বা কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী জেল-জরিমানা শাস্তি হওয়া উচিত। তাতে একের দোষ অপরের ঘাড়ে পড়ে না, মালিকের দোষে শ্রমিক অভুক্ত থাকে না। আর যদি নেহাৎই কারখানা বন্ধের আদেশ দিতেই হয় তবে আমরা চাইছি সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দিক যে, দূষণ জনিত কারণে বন্ধ থাকার সময়ে শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরী দিতে মালিক বাধ্য থাকবে। আমরা মনে করি রুগ্নতার অজুহাতে যেমন শ্রমিকের পি এফ, গ্র্যাচুইটি, ই এস আই-এর টাকা ফাঁকি দেওয়াটা অন্যায়, ততটাই অন্যায় দূষণের অভিযোগে কারখানা বন্ধের কারণে শ্রমিককে মজুরী না দেওয়াটা।

* কাজের পরিবেশ উন্নত করতে মালিকদের বাধ্য করতে হবে ও দূষণ রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া মালিকদের অবিলম্বে জেল-জরিমানা-শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
* দূষণের কারণে শিল্প বন্ধ হলে শ্রমিকদের মজুরী ও অন্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।
* বিভিন্ন অঞ্চলে পেশাগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
* ফ্যাক্টরী আইন ও শ্রম আইন মানতে মালিকদের বাধ্য করতে হবে— অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আই এন টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) এবং এ আই সি সি টি ইউ—এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পশ্চিমবঙ্গ শাখা ও নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে ২৮ মার্চ ১৯৯৫, সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি কুলদীপ সিং-এর কাছে একটি রিট আবেদন পেশ করা হয়েছে।

অজিত নারায়ণ বসু কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।